দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 6 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৫ ...

ভিন্নমত

বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি বদলিযোগ্য হোক

ড. এম. এনায়েত হোসেন

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাগত দিক দিয়ে দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ১. সরকারি ২. বেসরকারি। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩১৭টি। আর উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি স্তরের সরকারি কলেজের সংখ্যা ২৫১টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সরকার নিয়োগ দেন। বেতন-ভাতা দেন। তারা এক প্রতিষ্ঠান থেকে আরেক প্রতিষ্ঠানে বদলি হন। পদোন্নতি পান। অপরদিকে দেশে বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি স্তরের কলেজের সংখ্যা প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার)। বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ হয় সরকার অনুমোদিত কমিটির মাধ্যমে। তাদের চাকরি বদলিযোগ্য নয়। একবার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেলে জীবনের শেষাবধি সেখানেই কাটাতে হয়।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় ৯৮% ভাগ অবদান রেখে আসছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হলেও শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি কোষাগার হতে শতভাগ বেতন দেয়া হয়। প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, মেরামত ও সংস্কারসহ বিভিন্ন খাতে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মিত অনুদান প্রদান করে থাকে। কিন্তু তারা নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন এবং তাদের কখনো বদলি হতে হয় না বিধায় তাদের কারো নিকট খুব একটা জবাবদিহি করতে হয় না। রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এলে এক শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারী নগ্নভাবে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করেন। স্কুল-কলেজে তাদের না এলেও চলে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদরাসার অধিকাংশ শিক্ষক কমিটির লোকজনকে মোটা অংকের ডোনেশন দিয়ে বা কোনভাবে ম্যানেজ করে বা নিজ এলাকায় নিজেরা স্কুল-কলেজ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে চাকরি নিয়েছেন। সুতরাং তাদের ওপর খবরদারি করা সহজ কাজ নয়।

স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী কেউ কেউ ৩/৪ ঘন্টা কর্মস্থলে অবস্থান করলেও কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী খুব কম সময়ই কর্মস্থলে অবস্থান করেন। কোন রকম ১/২টি ক্লাস নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। কলেজের কাজ যেন তাদের নিকট খণ্ডকালীন কাজে পরিণত হয়েছে। তারা কলেজে আসেন কেবল হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতে। কেউ কেউ আবার ২/৩ দিন পর কলেজে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে চলে যান। পরিচালনা পরিষদের বা ক্ষমতাসীন দলের ২/১ জন প্রভাবশালী সদস্যকে ম্যানেজ করতে পারলেই হয়। সহকারী শিক্ষকদের শাসন করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রায়ই নাকাল হতে হয়। গ্রামাঞ্চলসহ সারাদেশের অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই বাস্তবচিত্র কারো কারো নিকট অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই বাস্তব। বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি বদলিযোগ্য হলে বদলির ভয়ে শিক্ষকরা কর্তব্যকর্মে মনোযোগী হবেন। ফলে শিক্ষার ব্যাপক মান উন্নয়ন ঘটবে। বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি বদলি যোগ্য করার ক্ষেত্রে বাড়ি-ভাড়ার প্রশ্ন জড়িত। বেসরকারি শিক্ষকরা মাত্র একশ' টাকা বাড়ি ভাড়া পেয়ে থাকেন। স্কুল-কলেজ-মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের একটি অংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার পদ্ধতি চালু করা গেলে তা দিয়ে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর বাড়ি-ভাড়া পরিশোধ করা যাবে। বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদরাসাগুলোর এই করুণ চিত্র বদলাতে হলে বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি বদলিযোগ্য করাসহ তাদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা জরুরি।

তাদের চাকরি বদলি পদ্ধতির আওতায় আনতে সরকারকে খুব একটা অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় করতে হবে না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রজ্ঞাপনই যথেষ্ট। শাস্তিযোগ্য বদলি ছাড়া সাধারণত শিক্ষকমণ্ডলী কাছাকাছি প্রতিষ্ঠানে বা যার যার সুবিধামতো জায়গায় বদলি হতে পারবেন। সুতরাং তাদের আবাসন সংক্রান্ত সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া সব শিক্ষক তো আর একসঙ্গে বদলি হবেন না। আর কারো আবাসন সমস্যা হলে স্কুল-কলেজ কমিটি তা সমাধান করবে। নতুন শিক্ষানীতিতে বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি বদলিযোগ্য এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন করে তার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। সরকারের এ প্রশংসনীয় ও যুগান্তকারী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সাধারণ শিক্ষক সমাজ অভিনন্দন জানাবে। কমিটির সদস্য বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের কোপানলে পড়ে অনেক সময় শিক্ষকদের চাকরি হারাতে হয়। বদলির ব্যবস্থা থাকলে তাদের অন্তত চাকরি হারানোর আশঙ্কা থাকবে না। বদলির ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষকমণ্ডলী স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন। লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

লেখক : প্রিন্সিপাল, আজমতপুর আদর্শ কলেজ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর